Magazine and Membership Directory

Bengali Cultural Association of Arizona

Spring 2008

Cover artwork: Shilpika Chowdhury

Editor: Aniket Majumdar

Disclaimer: The membership directory of this publication is confidential and for BCAA members' use only. Use of this information for solicitation is strictly prohibited. All views expressed in the magazine are of individual authors and do not necessarily reflect the views of BCAA.

Message from the Board

Dear Community Members,

On behalf of the BCAA 2008 Committee we invite you all to an exciting year of cultural, puja, entertainment and sporting activities. Our BCAA membership is increasing dramatically, and is a far cry from when some of us came to this valley more than 20 years ago. In 2008 we are putting in place the organizational framework that will hopefully take us to even greater heights.

First, I'd like to introduce to you our committee for 2008.

Cultural Sec: Basumitra Barua
Food Sec: Tapan Ganguly
Membership Sec: Indira Rajaram
Sports Sec: Joy Mukherjee
Puja Sec: Samir Nayak
Treasurer: Kaushik Ghoshal
General Secretary: Kabul Sengupta
President: Debashis Chowdhury

In addition, we have two advisory positions for this year:

Community Relations (Sponsorships, etc.): Soumya Biswas
Web Master: Sandeep Bagchi

We are still looking for volunteers to man the large slate of activities for BCAA, and the key position of Logistics Secretary is still open. If you are interested in contributing your talents in any of these areas, please do let us know. As a community we are strong when we all roll up our sleeves and help each other. To widen our community base, we now have sub-teams in charge of each of the functional areas.

The annual list of activities for BCAA is currently planned to be as follows:

Sports day	Jan 19 Intel Sports Center - done
Saraswati puja	Feb 9 IACRF hall - 2809 West Maryland Avenue, Phoenix
India Festival	Feb 23 IACRF hall (whole day program, BCAA food stall)
Picnic	Mar 9 Papago Park - main Picnic Area
Rabindra/Nazrul	May 3 Mountain View Park Community Center in Scottsdale
External Artistst(s)	Aug/September (TBD)
Durga Puja	Oct 3,4,5 IACRF hall
Lakshmi Puja	Oct 11 IACRF Hall or Ekta Mandir (Across street from IACRF)
Discover India	Nov 23 Heritage Park, Phoenix (BCAA food stall)

In many ways 2008 will be a transition year. We now have a new constitution that allows us to distribute the work-load much more evenly. We are now going to an annual membership system tied to the calendar year. To help with this transition, we are setting up to accept Membership Chada online, and are planning to give you one consolidated receipt at the end of the year for tax purposes. Further, we are planning to have a Members Only area within our website where we can have open community discussion and even voting privileges. Last but not least, we will need to firm up the non-profit status of our organization from a tax and filing standpoint. This will add some structure to our internal (especially financial) accounting – which is probably a good thing for us anyway.

As in most years, this year also BCAA is planning to organize events for charitable causes outside our immediate community. To that effect, the money raised for the North Bengal Cancer fund is being disbursed by BCAA – after we receive the appropriate clearance from the authorities. Likewise, the proceeds from the last event of this year, the Diwali Festival, are currently earmarked for a similar charitable cause.

Overall we are excited to be part of such a vibrant and resourceful Bengali community at this critical juncture of our history. We look forward to your participation in a fun filled and rewarding community experience.

Best Regards,

Debashis Chowdhury
On behalf of BCAA 2008 Committee

সম্পাদকীয়

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ..."

আমাদের নতুন বছর শুরু হল। সেই সঙ্গে কুশী্লবের রদবদল হল। এই শহর আর শহরতলীর বাসিন্দারা আবার সামিল হলাম মা সরস্বতির বন্দনায়। মায়ের চরণে কেউ রাখবে ভুগোল, ইতিহাস, অঙ্কের খাতা, আর কেউ বা রাখবে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রার্থনা। দেবীর কৃপায় কার বা হবে হাতে খড়ি, আর কেউ বা দেবে সাগর পাড়ি।

"বসন্তে-বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক ..."

প্রতিবারের মতো এবারেও ছোটদের, বড়দের লেখা ও আঁকায় ভরা এই 'বাসন্তিকা'। এটি আমাদেরই পত্রিকা। আমাদের সকলেরই সমান অধিকার আছে এতে অবদান রাখতে। আমরা জেন সঙ্কোচের বিহ্বলতায় পিছিয়ে না জাই। আসুন আমরা সকলে নিজেদের প্রেরণা জোগাই আরো লিখতে ও আঁকতে।

Activity Highlights

Discover India

The focus of ***Discover India 2007*** was the eastern states of India. Naturally, BCAA played a significant role in the success of this annual Festival.

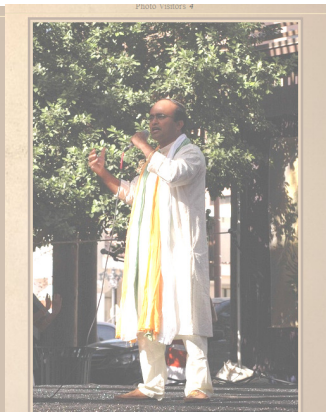

BCAA was well represented in the cultural program, the food booths and the display booths.

The display booth on Eastern India was exquisitely crafted by BCAA members – led by Barnali Guhathakurta and it soon became a place for 'adda' for the visiting Bangali crowd.

The Food stall put up by BCAA members – Tapan Ganguly and his team, sold rosogolla, biriyani, chicken roll, to name a few items, and made upwards of $3000 for a very noble cause – the North Bengal Cancer Center.

The catchy item 'Young Joy' choreographed and executed by our own budding dancers – Trisha Choudhury, Antora Majumdar, Suravi Sengupta and Shilpika Chowdhury, was a hit. Roopanjana Sengupta and Jhunu Das volunteered as MCs for part of the cultural program.

Our own Sarbari Chowdhury was the president of India Association and the Chairperson of the event. The Honorable Phil Gordon, Mayor of Phoenix, graced the occasion.

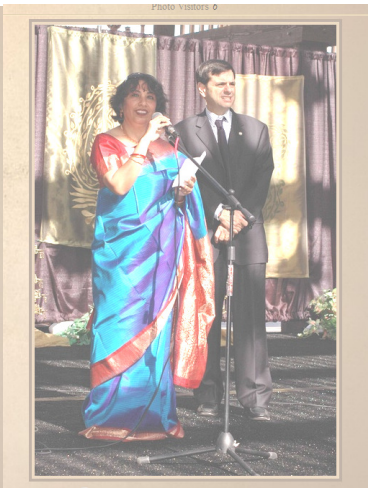

Sportsday

BCAA 2008 had its first event of the year – Sports Day on January 19, 2008.

The day started with setting up the food area. Are you surprised? This was a BCAA event ("dada, khaabar aage"). The aroma of BBQ chicken soon permeated the area.

Cricket and carrom competitions were on the plan – but then were added Musical Chairs.

Joy Mukherjee umpired and Sanjoy Banerjee kept score. The cheer leaders were rowdy and pretty, the bowlers bowled, and the batters batted.

Cricket results
Best fielder: Bobby Hazra
Best Bowler: Ranjan Sanyal
Best Batsman: Neel Das
Man of the Match: Arindam Samanta
Winning Team: Gilbert Greens (Capt. Ranjan Sanyal)

Carrom winners
Ladies: Sudipta Biswas
Men: Naresh Saha

Musical Chairs, conducted by our teenage daughters, turned into musical entertainment – with participants walking around with chairs attached to their behinds or getting very 'caught up' in the music and dancing for minutes in front of each chair!!

Musical Chairs winners
Children: Abhik Chowdhury
Ladies: Indira Rajaram
Men: Sandeep Bagchi

আউট অব্ অর্ডার

প্রবীর চৌধুরী

অঞ্জু আজ দুপুর বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই হন হন করে কারখানার মেইন গেটের সামনে চলে এল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কোন অফিসার কাছে পিঠে আছে কি না, তারপর ঢুকল গেটের পাশে ছোট্ট ঘরটাতে যেখানে হাজরীবাবু সজাগ দৃষ্টিতে পাহাড়া দেন কোম্পানীর একমাত্র পাঞ্চিং মেশিন। দুপুর বারোটা থেকে একটা লাঞ্চ ব্রেক। এই সময়ের মধ্যে কারখানার বাইরে গিয়ে ফিরে আসা যায়। তবে কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী শুধু সাধারণ কর্মচারী ও অঞ্জুর মত সামার ট্রেইনীদের বেরোনো ও ফিরে আসার সময় "ইন" - "আউট" কার্ড পাঞ্চ করতে হয়। তবে আজ বেরিয়ে গিয়ে অঞ্জু আর ফিরে আসবে না, অথচ পুরোদিনের হাজিরা আদায় করবে। শান্তনুর সঙ্গে সব ঠিক করাই আছে। প্রথমে অঞ্জু এসে শান্তনুর কার্ড নিয়ে আউট পাঞ্চ করে বেরিয়ে যাবে, তারপর মিনিট পনের পরে শান্তনু নিজের কার্ডে ইন পাঞ্চ করে বেরিয়ে যাবে। এদিকে হাজরীবাবু ভাববেন দুজনেই আউট পাঞ্চ করে বাইরে গেছে। হাজরীবাবু মিষ্টার ধনঞ্জয় সোম শুধু লক্ষ্য রাখেন বাইরে বেরোবার সময় সবাই ঠিকমত পাঞ্চ করছে কি না। দু'টোর পর যখন ধনঞ্জয়বাবু হাজিরা খাতা নিয়ে বসবেন তখন ওঁর হিসাবে অঞ্জু ও শান্তনু দুজনেই কারখানার ভিতরে। অথচ শান্তনু তখন মেট্রোর সামনে অপেক্ষারতার হাত ধরে মোগলাই খেতে ঢুকবে কোন রেস্তোঁরায়। এদিকে অঞ্জু তখন হয়তো খড়গপুর যাবার ট্রেনে চেপে বসেছে।

এই একই প্ল্যান গত সপ্তাহেও ছিল, কিন্তু সব ভেস্তে দিয়েছিলো পাকরাশি সাহেব। গত শুক্রবার যেই অঞ্জু মেইন গেটের সামনে এসেছে, অমনি ব্যাটাচ্ছেলে পাকরাশি পেছন থেকে ডেকে উঠল, "মিষ্টার দাশগুপ্ত নাকি?" অগত্যা দাঁড়াতে হল।

"ভর দুপুরে অমন হন হন করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আ হা হা রোদ্দুরে কেন? গাছতলায় আসা হোক।"

অঞ্জু প্রমাদ গুনলো, মনে মনে বললো, "এ আবার গ্যাঁজাতে বসবে নাকি?" কাছে আসতেই পাকরাশি সাহেব বললেন, "আজকাল ট্রেনিং অফিসের ধারে কাছে আসা হয় না। তা -- খবর ভালো তো ?"

অঞ্জুর বলতে ইচ্ছে হল, "ভ্যানতাড়া না করে কি বলতে চান বলুনতো মশায়।" কিন্তু মনের কথা মনেই রাখতে হল, এসব বললে ট্রেনিং সার্টিফিকেটে কি লিখতে কি লিখবে কে জানে। তাই মুখে হাসি টেনে বলতে হল, "একটু বাইরে যাচ্ছি, আমার খবর ভালো, আপনি কেমন?"

ছোট্টো উত্তর, "বড্ড গরম" শুনে অঞ্জুর খুব ভালো লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছা চলি' বলে কেটে পড়বে ভাবছে এমন সময় পাকরাশি সাহেব স্বভাবগত ভাববাচ্য ছেড়ে সরাসরি বললেন, "বাইরে যখন যাচ্ছেন আমার একটা কাজ করে দেবেন ভাই ?" ফেরার সময় এক প্যাকেট ফিল্টার উইলস এনে দিলে, এই বৃদ্ধকে আর রোদ্দুরে কষ্ট করতে হয় না।" বলতে বলতে পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে দিলেন।

অঞ্জুর মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল, আবার মায়াও হল বুড়োর টাকের ওপর ঘামে ভেজা রুমাল চাপা দেখে। মনে মনে বলল, যাঃ শ্লা গেল এই উইকএন্ডটা।

যাক আজ আর কোন বাধা নেই, হাজরীবাবুর ঘরে ঢুকে পড়েছে। একপাশে বোর্ডে ওদের কার্ডগুলো সারি সারি সাজানো আছে। দু'টো ভুল কার্ড তুলে তৃতীয়বার শান্তনুর কার্ডটা পেয়ে গেল অঞ্জু। একটু দূরে হাজরীবাবু সজাগ চোখে চশমার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিল অঞ্জুকে। চেয়ারে বসেই উনি বলে উঠলেন "কি মশায়, সকালে কার্ড পাঞ্চ করে কোথায় রেখেছেন এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ?"

পাঞ্চিং মেশিনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অঞ্জু হেসে বলল, "যা বলেছেন, এই গরমে নিজের নামটা যে ভুলে যাই নি সেই ভাল।"

কার্ড পাঞ্চ করে সেটা যথাস্থানে রেখে অঞ্জু বেরিয়ে এল গেটের বাইরে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে শর্ট কাট রাস্তায় একপাশে খাটাল আর একপাশে লাল রঙের ব্রিটিশ আমলের উঁচু বাড়ীগুলো ছাড়িয়ে উঠল পাকা রাস্তায়। পাকা রাস্তা ধরে ব্রীজটা পার হলেই পৌঁছে যাবে হাওড়া স্টেশনে। প্রথমেই খড়গপুর যাবার টিকিট কাটবে তারপর সাবওয়ে কাফেতে বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে দুটো কুড়ির ট্রেন ধরে সোজা খড়গপুর।

খড়গপুরে গিয়ে কি করবে না করবে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে যখন অঞ্জু সাবওয়ে কাফেতে উঠে এল তখন একটা বেজে দশ মিনিট। একটা থাম্বস আপ নিয়ে ওর নিয়মিত একটা কোনে এসে বসল, যেখান থেকে দেখা যায় হাওড়া স্টেশনের জনসমুদ্রের প্রায় প্রতিটি ঢেউ। কিছুক্ষণ হাজার হাজার লোকের যাতায়াত দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টেটসম্যানের খেলার পাতায় মন দিয়েছে এমন সময়ে একটা মেয়ে এসে পাশের চেয়ারে বসল। চোখ না তুলেই লক্ষ্য করল মেয়েটির পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ী, অনেকটা স্কুল বা কলেজ ড্রেসের মত। গায়ের রঙ ময়লা, বয়স অল্পই। এক নজর চোখ না তুলে আর পারল না অঞ্জু, হাজার হোক মেয়ে তো, তায় আবার একেবারে পাশে এসে বসেছে। তবু মুখের ভাবটা এমন করল যেন বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না। মোহনবাগান হেরেছে গতকাল, সে খবরও যেন পচা মনে হল, কাগজের ওপর চোখ রেখে মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে থাকল। মেয়েটির হাতে একটা ঘামে ভেজা রুমাল। সেটা দিয়েই ঘাড়ের ঘাম মুছল, তারপর কি মনে করে উঠে চলে গেল। বাদামী রঙের ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে গেল পাশের চেয়ারে। একটু পরেই ফিরে এলে বোঝা গেল কলকাতার ট্রামে-বাসে চড়ে আসা চেহারাটা একটু ভদ্রস্থ করে এসেছে। মেয়েটি অঞ্জুর দিকে পিছন ফিরে প্ল্যাটফর্মে কি যেন দেখছে। এদিকে অঞ্জু যখন ভাবছে আলাপ করা উচিত হবে কিনা, হঠাৎ মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে উঠল, "আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে?"

চমকে উঠে অঞ্জু উত্তর দিল, "একটা পঁচিশ।"

"তাহলে ওই ঘড়িটাতে দুটো পঁইয়ত্রিশ কেন?"

অঞ্জু মনে মনে ভাবল, "কি হাবারে বাবা! হাওড়া স্টেশনে প্রথম এসেছে নাকি?" কিন্তু মুখে বলল, "ওটা আসলে সাধারণ ঘড়ি না, ওতে দেখাচ্ছে নেক্সট বর্ধমান লোকাল কোন সময়ে ছাড়বে। ওই রকম আরো কয়েকটা ঘড়ি আছে দেখুন।" বোর হয়ে গিয়ে এবার অঞ্জু সত্যি সত্যিই কাগজে মন দিল।

একটু পরে মেয়েটা চেয়ারে বসে পাশের চেয়ার থেকে ব্যাগটা কোলে নিয়ে একটা পত্রিকা বের করল। আরও কি একটা খোঁজার পর অঞ্জুর দিকে চেয়ে বলল, "আপনার পেনটা একটু দেবেন?"

অঞ্জু বুক পকেট থেকে রূপালী ডট পেনটা বের করে ওর হাতে দিল। কৌতূহলবশতঃ অঞ্জু চেয়ে দেখল, আনন্দমেলা পত্রিকার বাচ্চাদের জন্য বাংলা ক্রশওয়ার্ড করছে। সেতো এক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল, এবার কি? এপাতা ওপাতা উল্টিয়ে পত্রিকাটা বন্ধ করল। কি একটা চিন্তা করে কলম বাগিয়ে কি যেন একটা লিখল। অঞ্জু ভালো করে চেয়ে দেখল একটা নাম, কেতকী সেন। 'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং মনে হল অঞ্জুর, ভাবল দেখা যাক কতদূর গড়ায়। মেয়েটির মুখে সলজ্জ হাসি, চোখে একটা সুপ্ত ইঙ্গিত।

"কেতকী নামটা খুব মিষ্টি, কেতকী মানে জান?" অঞ্জু বলল। উত্তরের অপেক্ষা না করে, আবার বলল, "তোমাকে তুমি করেই বলছি, কিছু মনে কোরো না, বয়সে তুমি অনেক ছোটই হবে।" কথাগুলো প্রায় এক নিশ্বাসে বলে ফেলে অঞ্জু বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

আত্মপ্রসাদের হাসিটা মিলিয়ে যাবার আগেই মেয়েটির কথা শোনা গেল, "কেতকী কথার অর্থ কি আমার জানা নেই তবে কেতকী যে আমারই নাম সে সম্বন্ধে আপনার নিশ্চিত ধারণা হল কি করে?"

ব্যাপারটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে মনে হল অঞ্জুর। তাই সামলানোর চেষ্টা করল, "এই দ্যাখো, মেয়েদের সেই টিপিক্যাল কথার কচকচি আরম্ভ করে দিয়েছ তো? তোমাদের সঙ্গে তো কথায় পারা যাবে না। তবে আগেই বলে নিই আমি কখনোই বলিনি তোমারই নাম কেতকী। তোমার কথা শুনে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে,

ওটা যে তোমারই নাম সেটা বোঝানোর জন্যই তুমি ওখানে লিখেছ। যাই হোক প্রথম আষাঢ়ে কেতকী নামটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। তোমার নাম যা-ই হোক না কেন আমি তোমাকে কেতকীই বলব, আপত্তি নেই তো?"

কেতকী বোধ হয় একটু বিরক্ত হল, বলে উঠল, "আপনিও তো কথার কচকচিতে কম যান না, মেয়েদেরও কান কাটেন।" রাগতস্বরে আবার বলল, "ঠিক আছে, আমিই আপনার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে চেয়েছি, আমারই নাম কেতকী সেন, হয়েছে তো? এবার আমায় ক্ষ্যামা দিন।"

সাধারণভাবে এবার মেয়েটির উঠে চলে যাবার কথা, কিন্তু ওকে মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে দেখে অঞ্জু বুঝল ঝগড়াটা খুব বেশী তেতো হয়ে যায় নি। নরম সুরে বলল, "তোমার খুব রাগ হয়েছে বুঝতে পারছি এবং সেটাই স্বাভাবিক। আমারই ভুল হয়েছে। অমন করে অকারণে তোমায় চার্জ করা আমার উচিৎ হয় নি।" মেয়েটি কোলের ওপর রাখা ব্যাগের স্ট্র্যাপটা বাঁ হাতের তর্জনীতে জড়াতে জড়াতে কি যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলার চেষ্টা করল, বোঝা গেল না। অঞ্জু বলে চলল, "প্লীজ রাগ কোরো না। এসো আমরা ঝগড়া ভুলে নতুন করে আলাপ করি -- আমার নাম অঞ্জন দাশগুপ্ত।"

সত্যিকারের নামটা বলে ফেলে অঞ্জুর মনে হল, এই যাঃ আসল নামটাই বলে ফেলেছে। তাই এএকটু মিথ্যা পরিচয় না দিয়ে পারল না, বলল, "আমার বাড়ী খড়গপুর। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এখন হাওড়ায় একটা কোম্পানীতে চাকরী করছি। এখন বাড়ী যাবো দুটো পঁয়তাল্লিশের লোকালে।"

কেতকী এখনো ব্যাগের স্ট্র্যাপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, এবার মুখটা তুলে জোরে একটা শ্বাস নিয়ে আবার মুখ নীচু করল। চোখ নামিয়ে রেখেই বলল, "আমি নার্সিং ট্রেইনী, নীলরতন সরকার হাসপাতালে। বাড়ী রামরাজতলা। দুটো পঁচিশের লোকালে বাড়ী যাবার কথা ছিল, আর হবে না, পরে যাবো।"

"বিউটিফুল!" অঞ্জু প্রায় লাফিয়ে উঠল, কেতকী মুখ তুলে তাকাতেই থতমত খেয়ে বলল, "না। মানে, তুমি কথা বলেছ বলেই এই উচ্ছ্বাস। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি কথাই বলবে না। তবে সত্যিই আমি দুঃখিত তোমার মুড খারাপ করে দেবার জন্য আর পাঁশকুড়া লোকাল মিস করিয়ে দেবার জন্য।" নিজেরও খড়গপুর লোকাল ছেড়ে দেবার ইচ্ছাটা প্রকাশ না করেই বলল, "যদিও দোষটা আমারই তবু সাবওয়ে কাফের এই টেবিলটাকেই অভিশপ্ত বলে ভাবতে ইচ্ছা করছে। চলো, তার চেয়ে বরং নীচে কোথাও গিয়ে লস্যি খেতে খেতে গল্প করি।"

কেতকীর চাহনিতে সামান্য কুণ্ঠা বোধ -- "কিন্তু আমি যে কফির অর্ডার দিয়েছি।"

অঞ্জু দাঁড়াতে দাঁড়াতে উত্তর দিল, "তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, এখানে সেলফ সার্ভিস।"

অঞ্জু টেবিল ছেড়ে দু পা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখল, কেতকী ব্যাগ হাতে নিয়ে কি যেন ভাবছে। পরক্ষণেই আবার ব্যাগ কাঁধে গলিয়ে এল ওর কাছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দুটো বাইশ। চেষ্টা করলে এখনো খড়গপুর লোকাল পাওয়া যাবে, তবে লস্যি খেতে গেলে দৌড়াতে হবে। তারপরেই ভাবল, শুধু শুধু দৌড়োদৌড়ি করে আর কি লাভ, না হয় পরের লোকালে বা এক্সপ্রেস ট্রেনেই যাবে -- ওর জন্য তো কেউ পথ চেয়ে বসে নেই ! মাঝ থেকে এই মেয়েটা যাবে ক্ষেপে। তাতে অবশ্য ওর কিছু যায় আসে না। তবু ভদ্রতা বলে একটা জিনিস তো আছে? কেতকী বোধহয় ওর মুখে চিন্তার ভাবটা লক্ষ্য করেছিল, বলল, "কি ভাবছেন? ভয় নেই আপনার খুব দেরী করিয়ে দেব না। আপনার কি বাড়ীতে বলা আছে ঠিক কোন সময়ে ফিরবেন?"

"না সেরকম কিছু না" বলল অঞ্জু, "ইন ফ্যাক্ট গত সপ্তাহে খড়গপুর -- মানে বাড়ী যাবার কথা ছিল।" ঘুরে ও দেখতে চাইল কেতকীর মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। নাঃ, সব ঠিক আছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সিড়ির শেষ ধাপ হতে নেমে এল।

পরমুহূর্তে বাঁ হাতের কুনুইয়ের একটু ওপরে কেতকীর হাতটা অনুভব করল। ওর দিকে ঘুরে তাকাতেই কেতকী জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?"

সিগারেটের দোকানের ভীড় কাটিয়ে বেরোতে বেরোতে অঞ্জু উত্তর দিল, "বাড়ীতে মা-বাবা আছেন, আর আছে আমার ছোট বোন। বাবা খড়গপুরের রেলওয়ে ওয়য়ার্কশপের ইঞ্জিনীয়ার। মা নর্মালি বাড়ীতেই থাকেন, তবে ওনার ছোট্ট একটা গানের স্কুল আছে। প্রতিদিন বিকেলে ঘন্টা দুয়েক আর রবিবারের দুপুরটা মায়ের ওখানেই কাটে। বোনের নাম শান্তা, ক্লাস টুয়েল্ভে পড়ে।"

সত্যি মিথ্যায় মেশানো পরিচয় দিয়ে অঞ্জুর একটু খারাপই লাগল। বাঁদিকে ঘুরে কেতকীকে দেখতে পেল না, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো, মনে হল কেতকী বুঝি কারও দৃষ্টির বাইরে থাকার জন্য ওর আড়াল নিয়েছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাতেই কেতকী ফিস ফিস করে বলে উঠলো, "আমার বড়দা, সামনে সিগারেট ধরাচ্ছে।"

অঞ্জু ওর বড়দার দিকে তাকিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল কেতকী আরও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দূর থেকে হাত নেড়ে ইশারায় বলছে, "চললাম, টা- টা।"

এক নিমেষের মধ্যে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে ভাবতেই পারছিলনা অঞ্জু। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কেতকীর যাওয়ার পথে। ওর চোখদুটো অনুসরণ করল কেতকীকে, দেখল, কেতকী পেছন থেকে একটু ঘুরে সামনে ওর দাদার কাছে এল। কয়েক গজ দূর থেকে অঞ্জু শুনতে পেল কেতকীর গলা, "বড়দা বাড়ী যাচ্ছো নাকি? চল চল পাঁশকুড়া লোকাল ছাড়লো বলে।"

"ও তুইও এসে গেছিস? পাঁশকুড়া আর পাবোনা, মেচেদা আছে দশ মিনিট পরে।" নিজের অজান্তেই অঞ্জুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "যাঃ শ্লা!"

সম্বিত ফিরে পেতে লক্ষ্য করল, ও পায়ে পায়ে একটা ওয়েইং মেশিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই বের করতে গিয়ে এক টাকার একটা কয়েন হাতে উঠে এল। কি মনে করে সিগারেট না ধরিয়ে ওয়েইং মেশিনের ওপর চেপে দাঁড়াল। অনন্যমনস্ক হয়ে পয়সা দিয়ে হাতটা টিকিট বেরনোর স্লটে দিল। কিন্তু কোন টিকিট বেরোল না। বিরক্ত হয়ে দুতিনটে কিল মেরে দিল মেশিনের গায়ে। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "ধাক্কা মেরে আর কি হবে? দেখতে পাচ্ছেন না, ওপরে লেখা রয়েছে আউট অব অর্ডার?" অঞ্জু লজ্জা পেয়ে নীচে নেমে এল।

তোমাকে নিয়ে পদ্য

অনিকেত মজুমদার

আমি গহন বনের ঘ্রান নিয়েছি
উজান গাঙ্গে পাল তুলেছি
ফিরতি রথের রাশ টেনেছি
নিছক নিরাশায় ...

তুমিতো সেই দিন গুনেছ
মিস্টি হাসির তান তুলেছ
স্বপন পুরির জাল বুনেছ
সুধুই দুরাশায় ...

আমি গরল সুরা পান করেছি
গোপন প্রেমের ভান করেছি
চুমুর তোড়াও দান করেছি
খুধায় তিয়াষায় ...

তুমিতো হায় মান করনি
মুখের হাসি ম্লান করনি
ভক্তি ভরে কর জোরনি
কিশের ভরসায় ...

তবু জীবন অগাধ

অনীতা ব্যানার্জী

পেয়েছি গাছ, ফুল, পাখীর নানা সুরের গান
ঋতুপর্না নদীর ধারে নানা রঙের প্রাণ।
বৃস্টিতে ধুয়ে যাওয়া পৃথিবীর গন্ধ
অগাধ জীবন ভরা নানা তালের ছন্দ।

ছন্দে আনন্দে পেয়েছি গোটা এই জীবন
নানা অনুভূতি ও উপলব্ধি ভরা এক পৃথিবী মন।
রাতের আকাশ আর দিনের বাতাস যে আমায় ভরায়
দিনে সূর্য ও রাতে চাঁদ আলো হাতে আমার পাশে দাঁড়ায়।

ছন্দে আনন্দে জীবনের এই তো পরিচয়
পাওয়ার সাথে যেন দেওয়া যোগ হয়।
জীবনেও যেন ভুলি না এই কথাটি
জিবনই চলার পথ, এটাই তো সত্যি।

Juror number 29

Amitava Bhattacharya

The large wooden door with gleaming varnish and ornate designs was securely closed. On its upper frame the number 1024 in raised letters proclaimed the courtroom number. A small crowd of forty adults of both sexes and various ages was waiting in the hallway outside the door. Every one in their hand had a letter-size piece of cardboard with a number printed on large letters on it. The door opened and a man in business attire appeared from inside. "Ladies and Gentlemen, I am Bailiff John Richardson," he announced. "Please get inside and take your seats in no particular order, but starting from back of the room. Take you juror number with you. You raise it for the judge to see before you talk to him."

Juror number 29 trudged into the room following the crowd. He was a tall heavyset man with blond hair in his thirties wearing blue jeans, red windbreaker and white sneakers. As he entered the room, he saw five people standing in two groups before the judge's desk facing the jurors and watching them intently. Three of them – a man in his twenties flanked by a man and a woman, were standing on left side of the center isle. Two others – a policeman and a woman were standing on the right side. All were in strictly formal dress and looking sharp. They seemed to represent all four hues of the human race – black, brown, white and yellow. All jurors took their seats in orderly manner. Juror number 29 found a seat in the front row.

"All rise," the bailiff called out. "The court of Honorable Justice Benjamin Goodman is now in session." Everyone in the room stood up and the judge in black robe entered the room through a door near his desk. "Please be seated," he instructed. Every one sat down.

"Thank you all for coming in here today," the judge started a small speech. "You all are doing a great social service by appearing to serve as a juror today. Only a few other acts can be as important as this." Juror number 29 cringed in his seat.

"Defendant, please rise," the judge instructed. The man in his twenties wearing suit and tie and with neatly groomed hair stood up. "He is Mr. Idi Lumamba. Today's case is that some valuable jewelry stolen from a home are alleged to be found in his possession. Public Defender please rise." The man by the side of the defendant stood up. He introduced himself and his law firm. He also introduced the woman with him as his paralegal. "Public Prosecutor please rise," the judge instructed. The lady on other side of the isle stood up and introduced herself as an Assistant Prosecutor. She introduced the policeman as the detective who had arrested the defendant. The judge next introduced the bailiffs and the court reporter and then started looking into his papers.

"Is anyone sick today and cannot serve as a juror," the judge looked at the audience. A card went up. "Yes, Juror number 15," judge said. "Your Honor, I have terrible flu from last night, and I find it very difficult to sit here," a lady in gurgling voice labored to answer in between the sneezes. The judge asked a few more questions and then let her leave. "She was a truly brave woman to come here today," he complimented.

"Let us go ahead with today's business," judge said. "Jurors please tell about yourselves by answering the questions at the back of your card. Let us start from the first row on my left please."

The first person stood up raising his card . "I am juror number 35. I am a used car salesman. I am not married now. My ex-wife works as a receptionist. I have no children. I never served as a juror." The process went on down the row.

"I am number 18. I am retired CEO of Johnson Home Improvement Corp. I am married. My wife does not work. I have four grown children and nine grand children. I never served as a juror."

"I am number 39. I am a retired software engineer. I worked at Progressive Technology for 27 years. I am married and my wife does not work. I have three grown children. I have served as a juror before. It was a case of drug dealing. The defendant was found guilty."
"Was it in this court?" the judge asked.

"Yes, in this court."
"When was it?"
"About 11 years ago."

"I am juror number 37. I am an attorney in a law firm. I was a judge here before in this court. I am married. My wife is an attorney. We have two children aged 17 and 15. I served as a judge but not as a juror before."
"Yes, Mr. Crawford, we know each other very well," the judge commented. "We used to go to the same church."

"I am number 7. I work as a physician at Metropolitan Hospital. I am married. My wife is a pharmacist. We have three children aged 9, 7 and 3. I never served as a juror before."
"How long have you been a physician?' the judge asked.
"About 15 years. Seven years here and before that in Philippines," came the accentuated reply.
"Thank you, Doctor."

"I am number 29. I am a construction worker. I am not married and I never served as a juror."

The self-introduction went on till the last juror.

"All right, now let us see who will have hardship in regards to their job, business or family, to serve as juror in this case, which I expect to run no more than three days including today," the judge inquisitively looked at the audience. A few cards went up.

"Juror number 19."
"Your Honor, I am Vice President of my company, and in-charge of sales in eastern states. I have to attend a sales meeting at Jacksonville, Florida tomorrow."
"Why don't you re-schedule the meeting?"
"I cannot do that, as vendors from other companies will be there with their products."

"Juror number 26."
"Your Honor, I am in my first year at the community college," the young brunette said. "I have a mid-semester exam tomorrow."

"Juror number 33."
"Your Honor, I am mother of three young children who are at home today being looked after by my friend. But, tomorrow she has to go back to work."

"Juror number 11."
"Your Honor, I am retired and my wife and I are scheduled to go on Mexican Rivera cruise in four days from now. If the case is not over before that we shall lose our money."
"Well this case should take about two days, but I cannot guarantee how long the jury will deliberate."

"Juror number 29."
"Your Honor, I lose my pay if I am here and do not go to work."
"Does not your company give you time off for jury duty?"
"They do, but pay very little."

The judge looked over his notes for a few minutes then announced the numbers who were excused from jury duty. It included all those who told of hardship, but not number 29. He looked dejected.

"Now, let me know if any of you had been personally or has a family member who had been convicted of a crime. If anyone need privacy, then tell me privacy." The judge looked at the audience and saw a few cards are already raised.

"Juror number 32."
"My daughter's father is convicted of car theft and he is now incarcerated."
"Your daughter's father?"

"Yes, Your Honor. I do not have any relation with him for last ten years. It was just a high school fling. My daughter is now eleven years old."

"Juror number 16."
"My mother was convicted of drunk driving and spent ten days in jail."
"When did it happen?"
"It happened three years ago."

"Juror number 29."
"My stepfather was accused of road rage ten years ago and was in jail for two years."
"What happened?"
"He was riding his bike on the freeway and was cut by a car. So he fired a shot and tried to bust a tire of the car."

Judge went through his notes and decided no juror was disqualified for involvement in a crime. Juror number 29 seemed to be getting frustrated.

The judge next said, "Now I would like to know who himself or herself or whose family member was victim of a crime – the nature of the crime and when it happened." A few cards were raised.

"Juror number 38."
"My car was stolen about five years ago. It was never found"

"Juror number 12."
"My house was burglarized twice – once six years ago and again two years ago. No one was arrested."

"Juror number 31."
"My ex-husband kidnapped our son from my custody about seven years ago. But he was apprehended soon after."

"Juror number 29."
"Two guys attacked me outside a bar as I had some argument with them short time before inside the bar. I had some injuries but no one was arrested. This happened two years ago."

Judge looked into his notes and this time juror number 12 was excused. Juror number 29 became fidgety.

"Does anyone have any religious compulsion not to serve as a juror today?" Judge asked the audience. A couple of cards went up.

"Juror number 22."
An elderly lady stood up. "Your Honor, I am a regular church goer and I strictly follow my religion. Scripture says that you do not judge anyone; it is up to the Lord to judge. I do not think I shall be able to put my mind in judging this person."

"Juror number 40."
Another lady in her fifties, stood up. "Your Honor, I too have the same conviction from my church. Who am I to judge this person?"

The judge scribbled some notes on his papers and excused both the jurors. Juror number 29 looked nonplussed.

"One last question," the judge said. "Does anyone have anything which you missed to tell me?"

There was silence in the room for a few long moments, then a card was slowly raised.

"Juror number 29."
"Your Honor, I have recently become a devotee at Hare Krishna temple. My guru says that, you should have compassion for a man if he is stealing out of hunger. You try to help this man to get out of poverty. So, I shall not be able to convict this man and get him punished."

The judge pensively took some notes on his paper and then said, "Juror number 29, you are excused."

Juror number 29 calmly left the room and closed the door behind him. A triumphant smile lit up his face.

* * * * * *

THIS MOMENT

Angela Gollinger (Ray)

The sun shinning bright from above ….
Warming my skin….
As I rest alone on the water's edge
Trees….Full and beautiful….
Their brown and emerald branches….
Blowing gently in the warm summer breeze
I smile, admiring the swan in all her beauty….
As she glides gracefully across the pond
Ripples spreading around her,
Rings of sparkling gems abound…
Shimmering ….As the sun reflects
Its glorious golden rays on the ripples
Peace fills me in as I gaze upon this scene
Soothing my soul, easing my mind of its troubles
Renewing my sense of determination and hope
For this moment I feel so in tune...
With my God and my vibrant mother Earth …
Her rhythm of life beats in my heart…
Creating this enchanting moment of serenity…
I feel for sure it's a gift from God!

Giving for Self-harmony

Dr. Tushar K. Ray

Let's turn our own life into a saga of giving
Within the means that each of us could give
Then life would run as a series of submission
And happiness will follow us wherever we live
Since love and life will be one and the same

Giving doesn't have to be of material alone
Simple gesture of kindness could be giving too
Such as opening a door for a handicapped man
Or cheering up a soul with sincere greeting
Or simple acts of keeping our Mother Earth clean

Happiness is a product of our own selfless love
Clearly different from our sensual pleasure
Whereas most do seek sensations all life long
For pleasing own ego and to avoid boredom
Yet the underneath fabric is innate love all long

While sensations mostly arise from mundane desire
Pure fun resides in our heart's deepest interior
As a giver joins own heart to a receiving soul
His head stays cool while his heart fully rejoice
Becoming instantly connected to the universal whole

This universe is a complete Self linked to all souls
With numerous single traits but none to balance to
Being the seat of pure love it is generous to all
So a life becomes complete if connected to this whole
While giving stays the best way to attaining that goal

A giver's gift must come with no attached string
His sole thought moves around the needy in question
Humbly helping the needy to fulfill their needs
While a giver enjoys fun in freedom, no doubt indeed
As the universe blesses him with millions of hands

"Those who are wealthy must share with the needy, and those who are ill-fated must chant God without worry" – Sri Sri Ma Sarada

Our Recent Bengali Hero*

Dr. Tushar K. Ray

Normally they are the true souls worthy of a human
Those forgoing self-interest for the benefit of others
But a few of them turn out to be all-time heroes
Mostly betting their own lives for the benefit of others

A hero never cares for money or name
As service he offers come straight from his soul
When his benevolent intellect ceases to react
So helping him to attain his heroic goal

A fresh hero in Phoenix valley is a man named Joy
Whom I have known since he was a boy
But never did he appear to be a hero in disguise
Until most recently it was obvious to us

A kidney-failed patient needs prompt attention
That was the condition of my sister-in-law
Waiting for a kidney donor to beat all odds
When Joy boldly made his foremost donation

So Joy saved the valued life of a loving woman
By donating own faultless kidney in due time
While going thru a hurting process for quite long
Yet, mentally he was happy and strong all along

This heroic deed Joy did was out of selfless love
Without any hidden motive what-so-ever
While cheering up my sister-in-law with a jolly face
Through out the ordeal he was simply spectacular

Such heroes are the prides of our entire human race
Exemplifying the potential of any selfless soul
Raising the bar for all others how to lead a life
While glorifying the humanity with magnificent grace

---

* Joy Nath, 30 year-old young man living in the valley, recently saved the life of my sister-in-law, Reba Ray, by donating his own kidney. This bold self-sacrifice makes Joy a hero of our community.

ছোটোদের লেখা আর আঁকা

Children's Corner

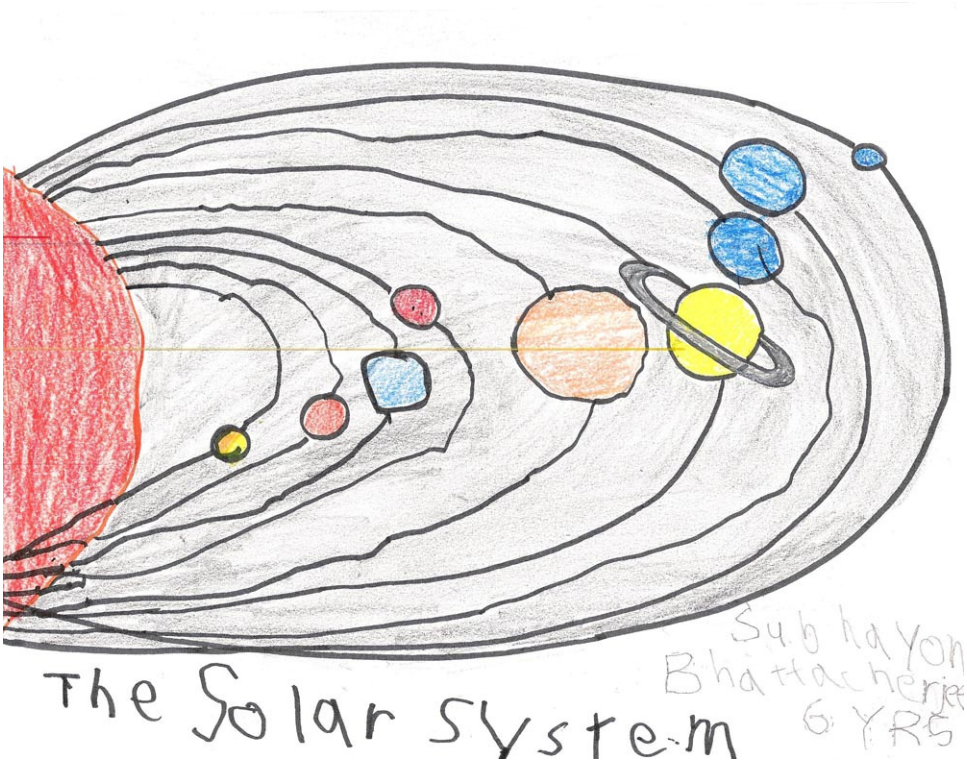

Subhayan Bhattacharya (6 yrs.)

Sonnets

Sruti Guhathakurta (10 yrs.)

Ode to Apple

How many gadgets did Apple create?
All of them very smart and popular
And many are really striking and great
Every year they make them even better

The IPod is oh so significant
It is an MP4 music player
The look of it is very elegant
Coated with an aluminum layer

The Apple computer is called IMac
It has many different features in it
You can make it sleep if you won't come back
When back, press a key and the screen is lit

There are many gadgets I didn't mention
Apple-an amazing phenomenon

Will you save the Planet?

Will blue birds fly across the bright blue sky?
Or will it be clouded with pollution
Not if we ride bikes instead of driving
We should now use public transportation

Only a little bit of fresh water
We should conserve it as much as we can
Showers instead of baths shouldn't matter
A five-minute shower should be the plan

We don't really need everything we get
Making goods takes a lot of energy
Limit it so that your needs are all met
Don't buy other things very frequently

We should conserve a lot as you can see
Please do buy hybrids and not SUVs

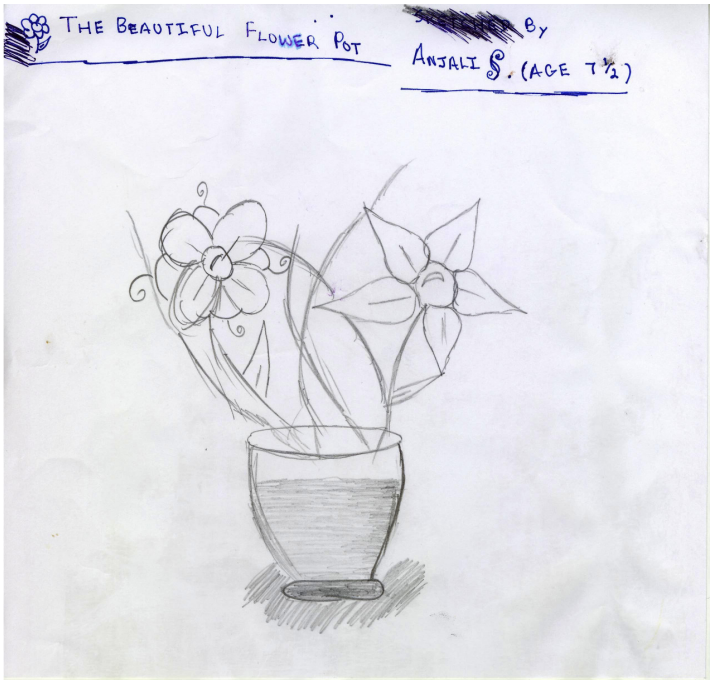

Anjali Sanyal (7 yrs.)

A Prayer to Goddess Saraswati
Saraswati Vandana Mantra

"Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana
Yaa brahmaachyutha shankara prabhutibhir Devaisadaa Vanditha
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa"

"May Goddess Saraswati,
who is fair like the jasmine-colored moon,
and whose pure white garland is like frosty dew drops;
who is adorned in radiant white attire,
on whose beautiful arm rests the veena,
and whose throne is a white lotus;
who is surrounded and respected by the Gods, protect me.
May you fully remove my lethargy, sluggishness, and ignorance."

Compiled by Ciara and Victor Bhattacharyya (Courtesy of Wikipedia)

Mother of knowledge, wisdom and the arts

Ancient keeper of the rivers

Swan rests at her feet

Admired for her preference of knowledge over worldy materials

Renowned for her creativity, intelligence and enlightenment

Adorning white to represent purity

Spring is the time her festival takes place

White is her color, representing purity of knowledge

Absolute Truth

The four arms represents the mind, intellect, alertness and ego
I n her hands rest a Veda, a crystal necklace, a pot of sacred water and a Veena

Ciara and Victor Bhattacharyya

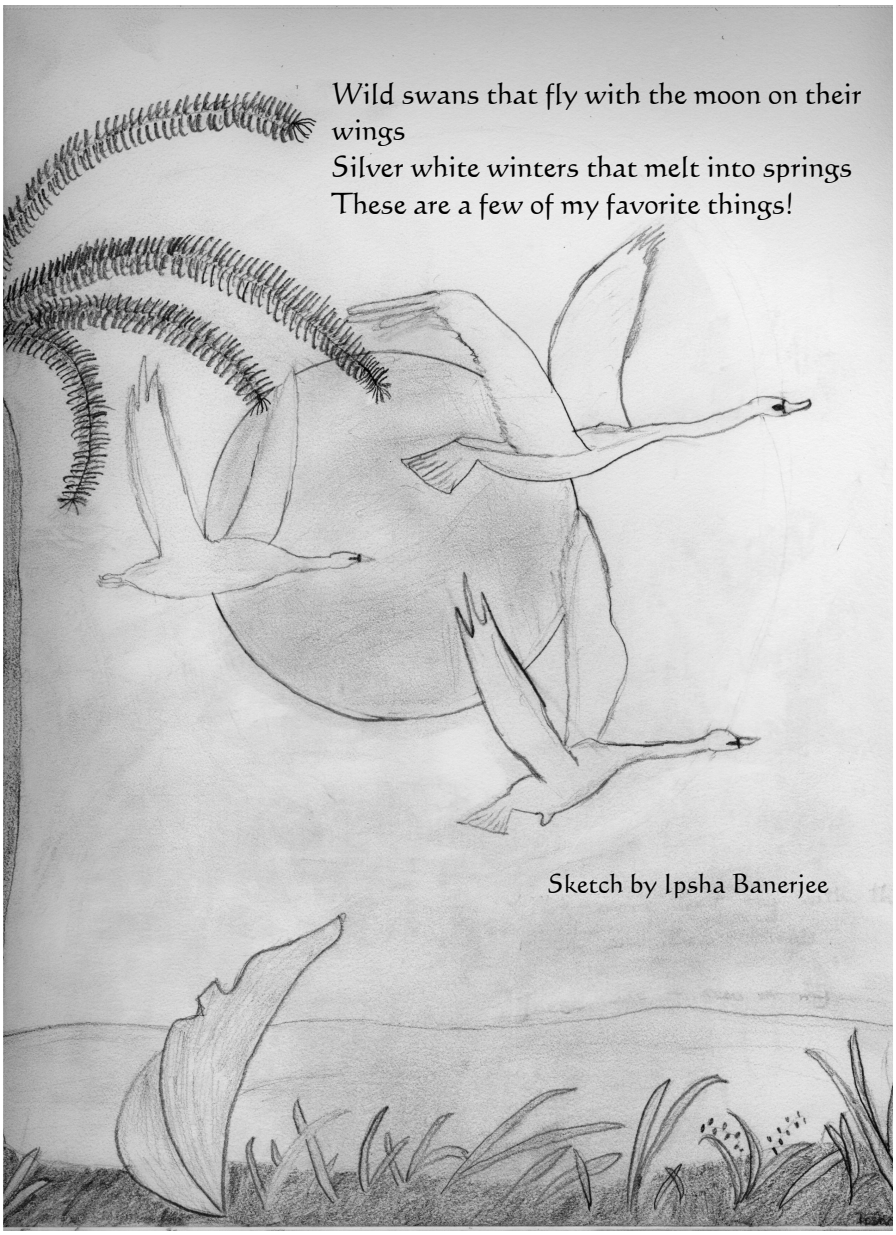

Ipsha Banerjee (9 yrs.)

Joke 1
Justin: I wish to live back in time
Teacher: Why do you say that?
Justin: We'd have less history to learn

Joke 2
Boy: Isn't our principal stupid?
Girl: Hey, do you know who I am?
Boy: No, why should I?
Girl: I'm the principal's daughter.
Boy: Do you know who I am?
Girl: No.
Boy: Thank goodness.

(Akash Samant)

The First to Discover America

Akash Samant (8 yrs.)

Columbus was searching for a westward route to the Indies. On his way he found America. But Columbus wasn't the first person to discover America. The Vikings beat Columbus in sailing by 100 years. The most famous Viking was Eric the Red. He was also the most meanest Viking. He had a son called Leif Ericson who was much nicer. The Vikings were only farmers looking for land. The Vikings kicked out Eric the Red. He found land and called it Iceland, then he found another piece of land and called it Greenland. Then he told the Vikings about the 2 pieces of land. The Vikings went to Greenland and found out it was covered with ice. Eric the Red went to Iceland and got good land. Leif Ericson was setting sail for Greenland when his ship blew off course and landed on America, that is how the Vikings found America. But the Vikings weren't the first ones to find America, the Intuit were. The Intuit beat the Vikings by 1,500 years. The Intuit were Eskimos which means eaters of raw meat. The Intuit ate fish, seals, and polar bears. The Intuit started their journey in 1,500 B.C. They traveled across the land bridge. After a few hundred years the Intuit finally reached America. Some Intuit settled in the Northern parts like Alaska and Canada but some of them settled in Arizona and New Mexico. The Intuit were the first people to discover America and that is that because you can't change history.

Moonlight on the Mountain

Abhik Chowdhury (11 yrs.)

On a warm summer's night
I walk past rocky desert mountains
The radiant moonlight shining on them
The cloud cut a circle of light
And make the mountains glow
The light pattern flows seamlessly into the landscape …

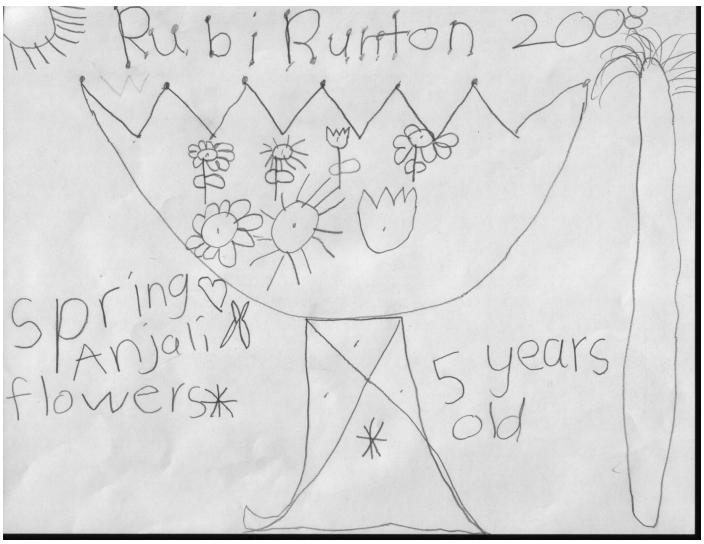

Rubi Runton (5 yrs.)

Neel Runton (5 yrs.)

Mythical Creatures

Aritro Majumdar

Every culture has its legends and myths. Mythical stories tell us about gods and goddesses and many creatures with special powers and skills. Some of these creatures are humans. Others my be animals or a combination, such as half horse half human, half eagle half lion and so on. Greek, Roman, Indian, and Egyptian cultures have myths that are well-known worldwide.

Here is an example of a Greek story about Athena and the Spider that I found in a book on myths. (*One Hundred and One Read Aloud Myths and Legends*: Joan C. Verniero & Robin Fitzsmmons.)

Athena was the daughter of *Zeus*. She could weave fine cloth. Once she went to Lydia, a place where there were many exceptional weavers. One of them was *Arachne*. She had created a tapestry depicting gods and goddesses of Greece. Arachne was proud of her achievement and was also vain. "I can weave a tapestry that is more beautiful than anything that Athena can make," she boasted. This made Athena angry and she tore the tapestry to pieces. Heartbroken, Arachne ran away into the woods. By the time Athena came looking for her to say sorry, Arachne had killed herself. Athena put a spell on Arachne that turned her body into a spider and gave it the power to weave with "thread finer than anything else in this world."

Greek and Roman legends have some common creatures. One of those is the *Centaur*. It is half human and half horse. You may have seen one in a Harry Potter movie, whose name was *Firenze*. Some other mythical creatures are *Cyclops*, which has one eye, *Griffin*, which is half eagle and half lion, and *Pegasus*, who is a horse with wings.

The most well-known Norse mythological characters are *Thor*, the god of thunder and lightening, and *Loki*, who is the goddess of fire. Like Loki, *Pele* is the Hawaiian goddess of the volcano.

In Indian mythology, one of *Lord Vishnu's* incarnations is the avatar *Narasimha* – half human and half lion. According to legend, he appears on this earth to get rid of evil in the form of the demon *Hiranyakashipu*.

As you can see, I am fascinated by mythical creatures that are a combination of two. I think mythical creatures are very interesting. To learn more about them I went to the Internet. So can you.